\140

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ১৭ MAR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ও কম্পিউটার শিক্ষা

মান্নান সরকার

Science).
(গ) হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ (Accounting).
(ঘ) ব্যাংকিং ও ইনসিওরেন্স বিভাগ (Banking and Lnsurance).
(ঙ) উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ (Enterpreneurship).

১। সাধারণ শিক্ষার (General Education) উন্নয়ন বিস্তার, প্রশাসনিক ও আর্থিক সুপারভিশনের জন্য সরকার "মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর" স্থাপন করে।

২। কারিগরি শিক্ষার (Technical Education) উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশাসনিক ও আর্থিক সুপারভিশনের জন্য সরকার "কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর" স্থাপন করে।

৩। বিজনেস অ্যাডুকেশনের (Business Education) উন্নয়ন বিস্তার, প্রশাসনিক ও আর্থিক সুপারভিশনের জন্য সরকার "দপ্তরের মর্যাদায় ১৯৮৩, সালে নট্রামস" স্থাপন করে। অন্যান্য দপ্তর/অধিদপ্তরের ন্যায় নট্রামস ও সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে।

বিজনেস অ্যাডুকেশনের মধ্যে যে সমস্ত বিভাগ রয়েছে তার উচ্চতর শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রয়েছে। বর্তমানে বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস অ্যাডুকেশন শুরু হয়েছে। সরকারী পর্যায়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস অ্যাডুকেশনের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ হচ্ছে।

এছাড়াও আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা রয়েছে। এই শিক্ষার মধ্যেও কর্মমুখী শিক্ষা হিসাবে বিজনেস অ্যাডুকেশনের বিষয় যোগ করা হচ্ছে। কম্পিউটার শিক্ষার প্রধান অংশ বিজনেস শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। যার ফলে কম্পিউটার শিক্ষা ৩টি স্তরে বিভক্ত।

১। কম্পিউটার বিজ্ঞান ঃ যা অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় একটি বিষয়। কিন্তু এর ব্যবহার সকল বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী।

২। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশলী ঃ যা টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশনের আওতায় অন্যান্য টেকনোলজী ও প্রকৌশল বিভাগের ন্যায় একটি বিভাগ।

৩। কম্পিউটার অ্যাপলিকেশন ঃ যা বিজনেস অ্যাডুকেশনের আওতায় অন্যান্য কর্মমুখী শিক্ষা বিষয়ের ন্যায় একটি স্বকর্মমুখী শিক্ষা বিষয়।

বিশ্ব জুড়ে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে যে বিপ্লব সাধন হচ্ছে তার শতকরা প্রায় ৯৮% কর্ম সংস্থান বা স্বকর্ম সংস্থান হচ্ছে এই বিজনেস অ্যাডুকেশনের আওতায় কম্পিউটার অ্যাপলিকেশন শিক্ষাক্রমের ফলে। বর্তমান সরকার টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশনের মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই উদ্যোগের পূর্ণ সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিজনেস অ্যাডুকেশনের জন্য আলাদা নীতি নির্ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে অর্থ খরচ হচ্ছে তার মাত্র পাঁচ থেকে দশ শতাংশ অর্থ যদি বিজনেস অ্যাডুকেশনের জন্য খরচ হয় তাহলে এ দেশ থেকে বেকার সমস্যা দূর করা সহজ হবে। পার্শ্ব সুফল হিসাবে জাতি দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে পারবে এবং নতুন করে বিদেশে জনশক্তি রফতানীর সুযোগও সৃষ্টি করতে পারবে।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আমেরিকান সরকারের সহায়তায় বিজনেস অ্যাডুকেশন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এই কর্মসূচীর আওতায় ১৬টি পলিটেকনিকের অধীনে ১৬টি বাণিজ্যিক বিভাগ খোলা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ইন্সটিটিউট অব অ্যাডুকেশন এন্ড রিসার্স (আইইআর) নামে একটি বিভাগ খোলা হয়েছিল এবং কাজও শুরু হয়েছিল।

বর্তমানে বাণিজ্যিক বিভাগগুলো পলিটেকনিক থেকে আলাদা হয়েছে এবং আইইআর-এর এমএড শিক্ষাক্রম রয়েছে।

জেনারেল অ্যাডুকেশন, টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশন এবং মাদ্রাসা অ্যাডুকেশনের উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশাসন ও আর্থিক তদারকির জন্য অধিদপ্তর রয়েছে। সাথে সাথে শিক্ষাক্রমের স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা ও পরীক্ষার মূল্যায়নের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। বিজনেস অ্যাডুকেশনের উন্নয়ন, বিস্তার প্রশাসন ও আর্থিক তদারকির জন্য দপ্তর রয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষার তদারকির জন্য আলাদা শিক্ষা বোর্ড নেই। সাময়িকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সেল খুলে কাজ চালানো হচ্ছে। বিজনেস অ্যাডুকেশন শিক্ষাক্রমের জন্য দু'টি বোর্ডে পরীক্ষার দায়িত্বের পরিবর্তে একটি বোর্ডে অথবা নতুন করে বিজনেস অ্যাডুকেশন বোর্ড স্থাপন করে এই গুরুত্বপূর্ণ স্বকর্মসংস্থান শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই শিক্ষার জন্য ইতিপূর্বে সরকারী পর্যায়ে ১৬টি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট ছিল। তাদের ছাত্র সংখ্যা কয়েকশ' ছিল। বর্তমানে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে কয়েকশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারাদেশে কাজ করছে। পাশাপাশি ছাত্র সংখ্যা কয়েকশ' গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছে। বিজনেস অ্যাডুকেশনের পরীক্ষা পদ্ধতি সিমেস্টার সিসটেম। যার ফলে বছরে দু'বার পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। বাস্তব চাহিদা ও শিক্ষাক্রমের মানদণ্ড সঠিক রাখতে হলে আমাদের এই বিষয়ে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।